প্রথম আলো

তারিখ ... 06 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নিন

রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে বর্তমান সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানকে নিয়োগ দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সাময়িক বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। তবে এই সাময়িক অবস্থা কবে কাটবে, সে বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়া যাচ্ছে না। রাষ্ট্রপতি ২০০৯ সালে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে যখন প্রথম নিয়োগ দেন, তখনো তা সম্পূর্ণ সাময়িক ছিল। কিন্তু সেই সাময়িক অবস্থা কাটতে সময় লেগেছিল সাড়ে চার বছর। উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে ২০১৩ সালের ২৪ আগস্ট তিনি দ্বিতীয় দফায় চার বছরের জন্য নিয়োগ পান।

বেশির ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে প্যানেল নির্বাচনের সুযোগ নেই। সরকার নিজের পছন্দ অনুযায়ী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের সুযোগ আছে, সেটিও সব সময় মানা হয় না। সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে নির্বাচিত প্যানেল থেকে হোক বা নতুন প্যানেল নির্বাচন করে হোক, উপাচার্য পদে স্থায়ী নিয়োগ হওয়াই কাম্য। কেননা, অস্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়া একজন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অনেক দিন সহ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনের কোথায় কী দুর্বলতা ও অব্যবস্থা আছে, তা তাঁর অজানা নয়। তিনি সেসব নিরসনে সচেষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা পাবেন বলে আশা করা যায়। তাঁর প্রথম দায়িত্ব হবে পূর্বতন উপাচার্যের সময়ে শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে যেসব অনিয়মের অভিযোগ এসেছে, সেগুলো নিরপেক্ষ কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করা। দ্বিতীয়ত, শীর্ষ পদাধিকারী এবং তাঁর সহযোগীদের মনে রাখতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল জ্ঞান বিতরণ নয়, জ্ঞান উৎপাদনেরও জায়গা। অতএব, গবেষণাকাজে শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে নিয়োগ দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মহামান্য আচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে এসে দীর্ঘদিন ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন এবং নির্বাচন করার তাগিদ দিয়েছিলেন। আশা করি, নতুন উপাচার্য পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ না করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ নেবেন। গণতান্ত্রিক শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন না হওয়া কোনো গৌরবের কথা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে কোনো দলীয় ব্যক্তি নন, স্বাধীনচেতা শিক্ষাবিদ ও নিরপেক্ষ প্রশাসক হিসেবেই দেশবাসী দেখতে চায়।